ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৭৭৩

আগরতলা,২০ জুলাই,২০১৯

জল দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

জল দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, জল অমূল্য সম্পদ। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদান যেমন - বায়ু, মাটি, পরিবেশ এবং জল আজ ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরায়ন, ভু-গর্ভস্থ জলের সঞ্চয় দিন দিন হ্রাস, জলদূষণ - ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের জন্য জল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের কাছেই উদ্বেগের বিষয়।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিজী আসন্ন জলসংকটের ভয়াবহতার কথা ব্যক্ত করে জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়ের জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জলের পুনর্ব্যবহার, জল বিভাজিকা প্রকল্পের উন্নয়ন ও নিবিড় বনায়ন এই পাঁচটি ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জল সংকটজনিত সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের এখন থেকেই জল সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি জলের অপচয় যাতে না হয় সেদিকেও আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। মানবজাতিসহ সমগ্র প্রাণীকূলের অস্তিত্বের স্বার্থেই এই দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

আমাদের রাজ্যেও বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শুখা মরশুমে পাণীয় জলের সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন এলাকায় জলের উৎসগুলি শুকিয়ে যায়। ভু-গর্ভস্থ জলস্তর শুকিয়ে যাবার ফলে সেই সংকট আরো ঘণীভূত হচ্ছে। তাই এখনই সময় আমাদের সচেতন হওয়ার।

আমি জেনে আনন্দিত যে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং ভারত সরকারের রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিটিউক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ২২ জুলাই ২০১৯ জল দিবস হিসাবে উদযাপন করছে। রিপস্যাটের শিক্ষার্থীগণ মডেল উপস্থাপনার মাধ্যমে জল দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। আমি এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

জীবনের বাঁচার স্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আমাদের তরুণ প্রজন্মকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আসুন, আমরা সকলে এই মহতি প্রয়াসে সামিল হয়ে আমাদের দেশ তথা বসুন্ধরাকে মরুভূমি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করি।

*****